প্রায়োগিক গবেষণার সার-সংক্ষেপ

১. স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচন ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র নিজস্ব অর্থায়নে "দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা" পরিচালনা করা হচ্ছে।

এ গবেষণার আওতায় দেশের ৩টি গ্রামে (জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলার, চর পলিশা গ্রাম; বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা কালশীমাটি গ্রাম ও রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার রতিয়া গ্রাম) পাইলট আকারে দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম নির্বাচন করে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উল্লিখিত ৩টি গ্রামের ৪০২৩টি পরিবারে মাঝে বেজলাইন সার্ভে পূর্বক Multidimensional Poverty Index (MPI) এর আলোকে মোট ৫৩৪টি হত দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে চিহ্নিত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী কর্তৃক আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ড নির্বাচন ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের নিমিত্ত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন টেকসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে মুরগীর বাচ্চা ফুটানোর জন্য ৫টি ইনকিউবেটর, ২৫০০টি মাছের পোনা ও ২৪,১৬৮টি গাছের চারা প্রদানসহ বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার শূণ্যের কোটায় আনায়নে মডেল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা হয়েছে।

২. পটভূমি বর্ণনা :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেছিলেন ''আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন''। দারিদ্র্য বাংলাদেশের সবথেকে বড় এবং গুরুতর চ্যালেঞ্জসমূহের একটি এবং এখনও এক্ষেত্রে প্রচুর কাজ করার আছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১ অনুযায়ী ২০১৯ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ২০.৫% ছিল দারিদ্র্য (অর্থবিভাগ, ২০২১) । অস্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সাল নাগাদ চরম দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে (General Economics Division, 2020) । ২০১৯ সালে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অবস ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ (BIDS) এবং ইংল্যান্ডের বাথ বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকভিত্তিক বাংলাদেশের দারিদ্র্যের অবস্থা জানার জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করে। সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের মোট জনসংখ্যার ২৫.৮৭ শতাংশ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকে (এমপিআই) দারিদ্র্য। পল্লী এলাকায় ২৮.৯৯ শতাংশ এবং নগর এলাকায় ১৪.১৩ শতাংশ লোক এমপিআই দারিদ্র্য (Ali et al., 2021) । কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে এমপিআই দারিদ্র্যদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আশার কথা হলো বর্তমান সরকার দারিদ্র্য নিরসনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত-পরিকল্পনায় (২০২১-২০৪১) দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার অভিপ্রায় ও দৃঢ় অংগীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্যশূন্য দেশ গড়তে প্রবৃদ্ধিকে হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দারিদ্র্য নিরসনমূলক। ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে (৩% বা এর নিচে) নিয়ে আসার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ২০২০)। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশনেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই ১০টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে আমার বাড়ি আমার খামার, আশ্রয়ণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা, নারীর ক্ষমতায়ন, সবার জন্য বিদ্যুৎ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, বিনিয়োগ বিকাশ ও পরিবেশ সুরক্ষা। দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত এসব উদ্যোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে। এ সকল উদ্যোগ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অভূতপূর্ব ভূমিকা রাখছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে উত্তীর্ণের লক্ষ্যে চালকের ভূমিকা পালন করছে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ২০২০) । জাতীয় পরিসরে বাস্তবায়নাধীন এই সকল উদ্যোগের পাশাপাশি পশ্চাৎপদ ও প্রান্তিক গ্রাম চিহ্নিত করে চরম দরিদ্র্য খানাগুলিকে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে কোন কার্যকর উপায় ও কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিতে দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য রেখার সংজ্ঞায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সুবিধাভোগী নির্বাচন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কৌশলগুলির প্রয়োগ এই দুইয়ের সংজ্ঞায়নের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। আমাদের দেশে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিগুলি অধিকাংশক্ষেত্রে আয়ভিত্তিক ধারণা নিয়ে কাজ করেছে। আয়ভিত্তিক দারিদ্র্য বিশ্লেষণে কখনও কখনও আয় ব্যতীত অন্য কিছু মাত্রা যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্যের বহুমুখিতা কোন প্রকল্পের অধীনে একটি একক প্যাকেজের আওতায় কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কখনও স্থানিক মাত্রা যেমন হাওর এলাকায় বসবাসকারী দারিদ্র্যদের জীবনমান উন্নয়ন, বিশেষ সম্প্রদায় যেমন দরিদ্র্য আদিবাসী বা জেলে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন, কখনও শুধুমাত্র আয়ভিত্তিক দারিদ্র্যের সংজ্ঞায়নের আলোকে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী নির্বাচন এবং তাদের সমস্যা সমাধানে প্রকল্পের

নকশায়ন করা হয়েছে। কিন্তু চরম দারিদ্র্য বহুমাত্রিক। এ কারণে, দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় নিয়ে একটি সুসংহত ধারণার আলোকে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের একটি মডেল উদ্ভাবন যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়। এরূপ মডেলে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক নির্দেশকগুলি নিয়ে একইসাথে কাজ করা সম্ভব হবে। কেননা আয় হলো অ-অর্থনৈতিক নির্দেশকগুলি যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ ও জীবনযাত্রার অন্যান্য অবস্থার উপর নির্ভরশীল একটি চলক। ইতঃপূর্বে গৃহীত দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীগুলিতে চরম দরিদ্র্য খানাগুলির বহুমাত্রিক দারিদ্র্যকে এভাবে বিশ্লেষণের ও সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এই অসম্পূর্ণতা সমাধানের একটি প্রয়াস হিসেবে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক ধারণার ভিত্তিতে দারিদ্র্য মুক্ত মডেল গ্রাম শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা শুরু করেছে।

৩. বাংলাদেশে সমাপ্ত ও চলমান দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির রূপরেখা

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে অদ্যাবধি নানা ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং চলমান রয়েছে। নিম্নে কতিপয় উল্লেখযোগ্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিসমূহের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় ও ফলাফল আলোচনা করা হলো।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প

আমার বাড়ি আমর খামার দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প। একটি বাড়িকে খামার তথা কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলে আয় সৃজন, দারিদ্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ অনুদান সহায়তায় সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলে আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য দারিদ্রদের নিজস্ব তহবিল গঠন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্প দারিদ্রদের তহবিল হতে ঋণ গ্রহন করে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখায়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের স্থায়ীরূপ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জুলাই, ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অধীনে উপকারভোগী সদস্য পরিবারের সংখ্যা ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজর ৬০০টি। বিনিয়োগযোগ্য মোট তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৮৬৬কোটি ৯৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। টেকসই জীবিকায়নে আয়বর্ধক খামার সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে সাফল্য ও প্রভাব সৃষ্টিতে অনন্য সাধারণ ভূমিকা রাখছে।

আশ্রয়ণ

আশ্রয়ণ দেশ নেত্রী শেখ হাসিনার আর একটি বিশেষ অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প। ১৯৯৭ সালে গৃহীত প্রকল্পটির বর্তমানে ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল,অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩৮৪০.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯৮,২৪৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন-অসহায়-ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২৭৫,৬৫৬ জনকে আয়বর্ধক পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৩৮,৭১৮টি পরিবারকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ২০২০) ।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি

গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশার অধিবাসীদের একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় নিয়ে এসে প্রশিক্ষণ এবং সঞ্চয় ও ঋণ সুবিধা প্রদান ও সরকারের বিভিন্ন সেবাগুলিকে সমবায় সমিতির সাথে সমন্বয় করে উপকারভোগীদের নিকট সহজলভ্য করা এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পটির বর্তমানে ৩য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি ২য় পর্যায় এর অধীনে ৪২৭৪টি সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে। এসব সমবায় সমিতির সংখ্যা ৫৬১৯৫৭ জন। ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১১৮৭০৮ জনের আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে। সমিতিগুলির সঞ্চয় ও আমানতের পরিমাণ ৮২৭০.৪৭ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের ৩য় পর্যায় (২০১৮-২০২১) ৭৮৪৫ টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং নতুন করে ৭০৮৪৯৭ জন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছে এবং ১৪৯৪১২ জনের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে (অর্থবিভাগ, ২০২১) ।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি

প্রকল্পটি ২০০৪ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দুইটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো উত্তরাঞ্চলের যমুনা নদী তীরবর্তী কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ এবং জামালপুর জেলার চর এলাকার দারিদ্র্য ও অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করা। চরে বসবাসরত ৭৮,০০০ পরিবাররকে তাদের পছন্দ মত ১৭,৫০০ (আনুমানিক ১৪৬ পাউন্ড) টাকা সমমূল্যের একটি আয় বর্ধনকারী সম্পদ প্রদান করা হয়, বিশুদ্ধ পানি এবং পর্যাপ্ত পয়ঃনিস্কাশন সুবিধা প্রদান করা হয়, বন্যায় প্লাবিত সর্বোচ্চ উচ্চতার চেয়ে ৬০ সেঃমিঃ উঁচু করে বসত ভিটা করে দেয়া হয়, ১৮ মাসব্যাপি মাসিক হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়, গ্রাম সঞ্চয় এবং ঋণ দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, নির্দিষ্ট সূচিসহ ১৮ মাস স্থায়ী একটি সামাজিক উন্নয়ন দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (যা ২০-২৫ জন নারী অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে গঠিত হয়), জীবিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং সিএলপির স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা পাবার জন্য বিভিন্ন ভাউচার প্রদান করা হয়। সিএলপি ৭৮,০০০ পরিবারকে অতি দারিদ্র্য সীমা

থেকে বের করে আনে এবং এর থেকে আনুমানিক ৯০০,০০০ এর বেশি মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়েছে।

আমার গ্রাম আমার শহর

মানুষের জীবনমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও অতুলনীয় নেতৃত্বে আমার গ্রাম আমার শহর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার গ্রামকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সকল সুবিধাদি দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে—সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দেশের ৮টি বিভাগে ১৫টি মডেল গ্রাম গড়ে তোলা হবে। মডেল গ্রামে যোগাযোগ ও বাজার অবকাঠামো, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা, মানসম্মত শিক্ষা, সুপেয় পানি, তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, উন্নত পয়:নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদনের ব্যবস্থা, ব্যাংকিং সুবিধা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কৃষি আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সব সুবিধা রাখার কথা বলা হয়েছে। শহরের সুবিধা গ্রামে সম্প্রসারণ করা হলে এবং গ্রামীণ যুবক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা গেলে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি গ্রামে হালকা শিল্পের সম্ভাবনাও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে গ্রামের মানুষের শহরমুখীতা কমবে বলে আশা করছে সরকার।

উপরোক্ত কর্মসূচিগুলি ছাড়াও দারিদ্র্য দূরীরকরণের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চলমান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক), সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), উত্তরাঞ্চলের দারিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়), দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়), কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পসমূহের নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিসর, সুবিধাভোগী নির্বাচনের ধরণ, দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় ও কৌশল, প্রকল্পের প্রধান উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত তারতম্য রয়েছে। প্রেক্ষাপট ও প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী এ সকল ক্ষেত্রে বিভিন্নতা এসেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে দারিদ্রদের সহায়তা হতে হবে দারিদ্র্যের ধরন এবং বাস্তবতা অনুযায়ী। এদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে নগদ অর্থ ও সম্পদ হস্তান্তর, জীবিকা এবং উত্তরণ (graduation) কৌশলগুলি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, উত্তরণ ধারণাভিত্তিক কর্মসূচিগুলি অধিকতর সফল ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়েছে। উত্তরণ অ্যাপ্রচ-এ সম্পদ হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ইত্যাদি কৌশলগুলি সম্মিলিতভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

উপরোক্ত কর্মসূচিগুলি প্রণয়নে বিশেষ এলাকা (যেমন উত্তর অঞ্চল) গোষ্ঠী (যেমন দু:স্থ নারী), অভাব (যেমন গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়), সম্পদ হস্তান্তর (যেমন গরু), বিশেষ উপায় (যেমন বাড়িকে খামারে পরিণতকরণ, অপ্রধান শস্য চাষের মাধ্যমে আয়বর্ধন ইত্যাদি), সংগঠিতকরণের উপায় (যেমন সমবায় সংগঠন) এবং কখনও একটি গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

কর্মসূচিগুলির অন্য একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো উপকারভোগী নির্বাচনের ধরন। উপকারভোগী নির্বাচনে অঞ্চল, পেশা, গোষ্ঠী, বিশেষ চাহিদা যেমন আশ্রয় বা সংগঠন ইত্যাদিকে মূল বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।এভাবে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেউপকারভোগী নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একই সাথে এ কথা বলা যুক্তিসংগত যে দারিদ্রদের একটি বিশেষ অংশ এ সকল উদ্যোগের বাহিরে থেকে যাবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া উপকারভোগী নির্বাচন খানার পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলে খানার সকল সদস্যদের দারিদ্র্যের প্রতিফলন এবং সে অনুযায়ী দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ সুনির্দিষ্টভাবে সম্ভব হয় না। দারিদ্র্য দূরীকরণ র্কসূচিতে এ সবের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য একটি কার্যকর উপায় হতে পারে দারিদ্র্যের সংজ্ঞায়ন ও সুবিধাভোগী নির্বাচনে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের প্রয়োগ। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক খানাকে বিশ্লেষনের একক হিসেব বিবেচনা করে। ফলশ্রুতিতে খানার সকল সদস্যদের দারিদ্র্যের চিত্র পাওয়া যায়। দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য এই সূচকের ১০ নির্দেশক রয়েছে যেগুলি সকলের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য। বিধায়, পেশা বা গোষ্ঠী ভিত্তিক ইন্টারভেনসনের পরিধি থেকে বাদ পড়ে যাওয়া দারিদ্রদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকে দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক মাত্রা আয় তথা উপার্জন অনুপস্থিত। এ কারণে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে অর্থনৈতিক মাত্রাটি গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন করতে হবে। দারিদ্র্যমুক্ত মডেল শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণায় দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক তথা উপার্জন ও উপার্জন বহির্ভূত দুইটি দিকই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪. দারিদ্র্য ও বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক

বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ''দৈনিক ১.৯০ ডলারের (১৪৮ টাকা) কম আয় করা মানুষ দারিদ্র বলে গণ্য হবে'' (World Bank, 2021)। দৈনিক ১.৯০ ডলারের কম আয় করা একজন মানুষ বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক প্রয়োজন যেমন খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ইত্যাদি পূরণে অক্ষম বলে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং দারিদ্র্য এরূপ একটি আর্থ সামাজিক অবস্থা যখন মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের সামর্থ্য থাকে না। বিশেষজ্ঞরা দারিদ্র্যের সংজ্ঞাকে আয়ের বাইরে সম্প্রসারিত করেছেন।

দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক উভয় প্রকার মাত্রা রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় দারিদ্র্যের উপার্জন ও উপার্জন বহির্ভূত দু'টো দিক রয়েছে। শেষোক্তটির অন্তর্গত হচ্ছে বাসস্থান ও পরিধেয় বস্ত্রের প্রাপ্যতা, পুষ্টি, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ, একটা পর্যাপ্ত ভোগ মাত্রার নিশ্চয়তা, সংকট মোকাবেলার ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবোধ। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের মত বাঁচবার জন্য পুঁজি, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য পুঁজি (বন্যার আঘাত, বাড়ি পুড়ে যাওয়া, গরু মারা যাওয়া) প্রসূতি পরিচর্যা ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে সন্তান প্রসবের খরচ, সন্তানের বিবাহের ন্যূনতম খরচ, জীবনের গোপনীয়তা (প্রাইভেসি) বজায় রেখে বাস করার মত বাসস্থানের খরচ ইত্যাদি মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য চেতনা সৃষ্টি করে (রহমান, ১৯৯৭) মানুষ কিভাবে বহুবিধ বঞ্চনা বা দারিদ্র্য যুগপৎ অনুভব করে তা দারিদ্র্যের সংজ্ঞায় প্রতিফলিত হওয়া দরকার। এই উপলব্ধি থেকেই বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের প্রবর্তন হয়। 'দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম' শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমে Multidimensional Poverty Index (MPI) বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক ধারণা প্রয়োগ করা হয়েছে। অক্সফোর্ড দারিদ্র্য ও মানব উন্নয়ন উদ্যোগ এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) ২০১০ সালে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) প্রবর্তন করে। আর্থিক এবং ভোগ ভিত্তিক দারিদ্র্য ব্যবস্থার সমালোচনা বৃদ্ধি পাবার পরে এই পদ্ধতিটি বিকশিত হয়েছিল। বর্তমানে ১০০টি বেশী উন্নয়নশীল দেশ জুড়ে চরম দারিদ্র্য পরিমাপ করতে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের ৩টি মাত্রার অধীনে ১০টি নির্দেশক রয়েছে। মূল গণনা পদ্ধতিকে অক্ষুণ্ন রেখে বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ নিজস্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সূচকের মাত্রা এবং নির্দেশকগুলিকে কিছুটা পরিমার্জন করেছে। যেমন বাংলাদেশে সমন্বিত জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকে স্বাস্থ্যমাত্রার ১টি নির্দেশক পরিবর্তন করা হয়েছে। সমন্বিত জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের আলোকে এই দারিদ্র্য শূন্য মডেল গ্রাম শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণার ধারনাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে বৈশ্বিক ও সমন্বিত জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের মাত্রা ও নির্দেশকগুলি উপস্থাপন করা হলো:

গ্রাম হল বাংলাদেশের জনবসতির ক্ষুদ্রতম একটি একক এবং রাষ্টীয় প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিম্নতম একক। গ্রামগুলি সাধারণতঃ পল্লী থেকে বড় তবে নগরের চেয়ে ছোট। একটি গ্রামের জনসংখ্যা কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার পর্যন্ত হতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৮৭১৯১টি গ্রাম আছে ও গ্রামগুলিতে গড়ে ২৩২টি পরিবার রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে (গ্রামগুলিতে) শহরাঞ্চলের তুলনায় জনসংখ্যার উচ্চহার এবং স্বাক্ষরতার নিম্নহার পরিলক্ষিত হয়- তবে এই ব্যবধানগুলি হ্রাস পাচ্ছে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের গ্রামগুলি, অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে অনুন্নত ছিল। প্রথাগত হস্তচালিত কৃষি ছিল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল। তবে, মানুষের উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে গ্রামগুলিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে ধাবিত করছে।
বাংলাদেশের দারিদ্র্য হার ২০১৯: দারিদ্র্য হার ২০.৫০ এবং হত দারিদ্র্য হার ১০.৫ (BBS)। বিবিএস পরিচালিত ২০১৬ সালের হায়েসের চূড়ান্ত রিপোর্টেও এ তিনটি বিভাগে দারিদ্র্যের হার ছিল সবচেয়ে বেশি। রংপুর, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী বিভাগে দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ৪৭ দশমিক ২; ৩২ দশমিক ৮ এবং ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ। করোনা মহামারির প্রভাবে দেশে সার্বিক দারিদ্র্যের হার বেড়ে হয়েছে ৪২ শতাংশ। তবে জরিপে উঠে আসা সার্বিক দারিদ্র্য হারের তুলনায় রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগে দারিদ্র্যের হার বেশি। রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগে দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ৫৭ দশমিক ৫; ৫৫ দশমিক ৫ এবং ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশ।

কোভিড-১৯ আমাদের অর্থনীতিতে বড় ক্ষত সৃষ্টি করেছে। শুধু অর্থনীতি নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনমান, সামাজিক অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃদেশীয় লেনদেনেও পরিবর্তন ঘটেছে। এক দিকে করোনাভাইরাসের প্রভাব, তার ওপর বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি গুরুতর পরিস্থিতি অতিক্রম করছে। কিন্তু এই ভয়াবহতার মধ্যেও আশার আলো জ্বলে উঠছে। অর্থনীতির গতি মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাহসী উদ্যোগের সাথে জনগণ, ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই চেষ্টার অন্যতম সাহসী সৈনিক আমাদের কৃষকগণসহ গ্রামীণ উদ্যোক্তাবৃন্দ। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত তরুণও গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে যুক্ত হচ্ছেন। সরকারের ডিজিটালাইজড ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে অনেকেই গ্রামে ফিরে গিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে যুক্ত হচ্ছেন। এতে গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্ব সামনে এসেছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির ইতিবাচক রূপান্তর এখন সময়ের দাবি।

জিডিপিতে গ্রামীণ অর্থনীতি অবদান ১৮-১৯ শতাংশ। আজকাল গ্রামের রাস্তাঘাটও উন্নত হয়েছে। শুধু কিছু কিছু এলাকায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের ঘাটতি রয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রামেও বিস্তার লাভ করছে। সম্প্রতি ব্যাংকগুলো বিভিন্ন এজেন্ট ব্যাংক আউটলেট ও উপশাখা স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনশক্তিকে ব্যাংকিং চ্যানেলের মধ্যে সম্পৃক্ত করে চলেছে। এতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হচ্ছে। অনেক গ্রামে তরুণ উদ্যোক্তারা নানা প্রজেক্ট স্থাপন করছেন। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

করোনার কারণে দেশের বিপুল জনশক্তি বেকার হয়ে পড়েছে। এতে প্রায় ১৩ শতাংশ লোক নতুন করে দরিদ্র হয়ে গেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার যে প্রণোদনা ঘোষণার ফলে বাংলাদেশে করোনাকালে জীবন-জীবিকায় তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নাই।

অর্থনীতিতে গতি আনতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা অত্যন্ত জরুরি। গ্রামের প্রতি আরো সুনজর দিতে হবে। গ্রামে অনেক কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান শহর ও গ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাদের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনা ও বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্কিম থাকলেও, ট্রেড লাইসেন্স বা প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের অভাবে ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে ঋণ পেতে তাদের বেগ পেতে হয়। তা ছাড়া গ্রামে লন্ড্রি, সেলুন, সবজি বিক্রেতা, ফল বিক্রেতাসহ অনেক বিউটি পার্লার গড়ে উঠেছে। গ্রামের বাজারগুলোতে হোটেল-রেস্টুরেন্টও গড়ে উঠেছে। এতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাড়ছে, কর্মসংস্থান বাড়ছে। এসব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও বিনিয়োগ প্রদানে সহায়তা করলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে। আত্মকর্মসংস্থান বাড়বে।

গ্রামে যে সব শাকসবজি, ফল, ফসল উৎপাদিত হয় তা প্রক্রিয়াজাত করে এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশে সারা বছর সরবরাহ জোরদার করা যেতে পারে। আমরা জানি, আমাদের গার্মেন্ট শিল্প দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনে, রফতানি আয় বৃদ্ধিতে বড় ধরনের ভূমিকা রেখে যাচ্ছে, কিন্তু ভারসাম্য উন্নয়ন বা সুষম উন্নয়নের জন্য গ্রামের মৎস্য শিল্প, গবাদিপশু ও পোলট্রি খাত, কুটির শিল্পসহ অন্যান্য কৃষি উৎপাদন ও বিপণনমুখী খাতগুলোতে সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে। এসব খাতের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি প্রয়োজন।

আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি দারিদ্র্যবিমোচনে বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। গত পাঁচ দশকে দেশে মোট জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দেড় গুণ। একই সময়ে কৃষিজমির পরিমাণ কমেছে প্রায় ১৫ শতাংশ, কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য জোগানে কৃষি খাত ব্যর্থ হয়নি, বরং প্রাকৃতিক দুযোগ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে কৃষি উৎপাদন বারবার বাধার সম্মুখীন হলেও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, সরকারের প্রচেষ্টা ও কৃষকদের সর্বাঙ্গীণ চেষ্টার ফলে কৃষি দারিদ্র্য মোকাবেলায় ভূমিকা পালন করে আসছে।
আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির ইতিবাচক রূপান্তর প্রয়োজন; এ জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া দরকার। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকের উৎপাদনব্যয় কমানো, মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কৃষির যান্ত্রিকীকরণ জোরদার করা উচিত। যন্ত্র ও প্রযুক্তির ছোঁয়াই গ্রামীণ অর্থনীতির গতি পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার। গ্রামে যে বিশাল তরুণসমাজ রয়েছে তাদের কৃষিতে নিয়োজিত করতে হলে, গ্রাম অর্থনীতির সাথে সংযুক্ত করতে হলে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। গ্রামের তরুণ বা কৃষকের সন্তানরা অনেকটাই শিক্ষিত ও বেশ পরিপাটি থাকতে চায়। তাই উন্নত যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে তারা কৃষি, মৎস্য ও পোলট্রি খাতে কাজে আগ্রহী হবে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ১৫.৪৪ শতাংশ অবদান কৃষি ও সেবা খাতের। কৃষিপণ্য রপ্তানি ও দেশের কর্মসংস্থানে এই খাতটি ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ধান উৎপাদন বাড়াতে হবে। কৃষকরা যাতে ধানের দাম ভালো পায়, তাদের উৎপাদন ব্যয় যত কম হবে মুনাফাও বাড়বে, তাতে তারা উৎপাদনে আগ্রহী হবে। লাভজনক ধান উৎপাদন করতে হলে কৃষির যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। এতে কৃষিশ্রমিকের মজুরি বাবদ কৃষকের ব্যয় কমে আসবে, যথাসময় ধান কাটতে পারবে, ধানের অপচয় কমে যাবে। শস্যের নিবিড়তা বাড়বে। আলু ও ভুট্টা চাষেও যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন। গ্রামের নালা, ডোবা ও যেসব স্থানে ফসল হয় না ওই সব নিম্নপতিত জমিতে মৎস্যখামার করে মাছ উৎপাদনে গ্রামের তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। তা ছাড়া মাছের প্রক্রিয়াকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে মাছের আঁশ ও নাড়িভুঁড়ি ওষুধ শিল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। মুরগি পালন ও গবাদিপশু খাতের যান্ত্রিকীকরণ করে কম সময়ে অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করার সুযোগ রয়েছে। গ্রামীণ জনশক্তির শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি না হলে গ্রামীণ অর্থনীতি গতিশীল হবে না। গ্রামের ছেলেমেয়েরা যদি শিক্ষা না পায়, স্বাস্থ্য ঠিক না রাখতে পারে তাহলে প্রযুক্তির সাথে তাল মেলাতে পারবে না। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হবে না। গ্রামের মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করার জন্য শাসনব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। স্থানীয় সরকার স্তরগুলো-ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা পরিষদগুলোকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ, বনায়ন বৃদ্ধি, আশ্রয়স্থল নির্মাণ ও বন্যাকবলিত এলাকায় রাস্তাঘাট, ব্রিজ, নির্মাণ যেন পরিবেশবান্ধব হয় সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত করার আরেকটি দিক হলো গ্রামের দারিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসা। অর্থাৎ তাদের আয়ের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে ঋণ দানের মাধ্যমে তাদেরকে সচল রাখা। আমাদের সার্বিক উন্নয়ন কৌশলের সাথে গ্রামীণ উন্নয়নকে সংযুক্ত করতে হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচিকে গ্রামীণ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

বৈশ্বিক ও সমন্বিত জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের মাত্রা ও নির্দেশক

মাত্রা	নির্দেশক (বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক)	নির্দেশক (সমন্বিত জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক)
স্বাস্থ্য	অপুষ্টি	অপুষ্টি
	শিশু মৃত্যু	প্রজনন স্বাস্থ্য
শিক্ষা	শিক্ষাকাল (বছর হিসেবে)	শিক্ষাকাল (বছর হিসেবে)
	স্কুলে উপস্থিতি (ঝড়ে পড়া)	স্কুলে উপস্থিতি (ঝড়ে পড়া)
জীবনমান	জ্বালানীর ধরন	জ্বালানীর ধরন
	স্যানিটেশন	স্যানিটেশন
	সুপেয় পানি	সুপেয় পানি
	বিদ্যুৎ সংযোগ	বিদ্যুৎ সংযোগ
	গৃহের মান	গৃহের মান
	সম্পদ	সম্পদ

এই নির্দেশকগুলি খানাকে বিশ্লেষণের একক হিসেবে ব্যবহার করে। প্রতিটি নির্দেশকের বিপরীতে একটি খানাকে বঞ্চনা স্কোর দেয়া হয় যা মূলতঃ বাইনারী ডাটা ১ অথবা ০। একটি খানাকে ১ অথবা ০ স্কোর দেয়ার ভিত্তি হলো বঞ্চনা সীমা বা কাট অফ। প্রতিটি নির্দেশকের জন্য স্কোর ১ অথবা ০ এবং এর সাথে প্রতিটি নির্দেশকের জন্য ওজন নির্ধারিত রয়েছে। প্রতিটি নির্দেশকের বিপরীতে খানার স্কোর ও ওজনের যোগফল দিয়ে খানার এমপিআই হিসেব করা হয় । এমপিআই মানটি ০-১০০ অথবা ০-১ এর মধ্যে অবস্থান করে। একটি খানার মান (স্কোর) ৩৩ অথবা .৩৩৩ এর নীচে অবস্থান করলে খানাটি দারিদ্র্য নয় এবং ৩৩ অথবা .৩৩৩ এর উপরে হলে খানাটি দারিদ্র্য বলে গণ্য হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বহুমাত্রিক দরিদ্র্য বলতে বোঝানো হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানদণ্ডে একটি পরিবারের সার্বিক পরিস্থিতি। এ তিনটি বিষয়ে দশটি নির্দেশক রয়েছে। যদি কোনো পরিবারে দশটি নির্দেশকের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ঘাটতি থাকে, তাহলে তাকে বহুমাত্রিক দারিদ্র বা গরিব বলে বিবেচনা করা হবে। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) বহুমাত্রিক মাথা গণনা দারিদ্র্য (Head Count Ratio) ও দারিদ্র্যের আধিক্য (Intensity of Poverty) এর গুণফল। এটি একটি একক মান যা কোন গ্রামের দারিদ্র্য ব্যক্তিদের ভরযুক্ত বঞ্চনা (Weighted Deprivations) বা দারিদ্র্যের চিত্র ঐ গ্রামের মোট বঞ্চনার বা দারিদ্র্যের সাপেক্ষে তুলে ধরে (Human Development Report, 2020)।

সমন্বিত জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের নির্দেশকগুলির বঞ্চনা সীমা বা কাট অফ

মাত্রা	নির্দেশক	বঞ্চনা সীমা বা কাট অফ
স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য	খানার ০ হতে ৪ বছর বয়স কোন শিশু আন্ডারওয়েট হয়ে থাকলে বঞ্চিত।
	প্রজনন স্বাস্থ্য	১৫ হতে ৪৯ বছর বয়স্ক কোন বিবাহিত মহিলা আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার না করে থাকলে বঞ্চিত।
শিক্ষা	শিক্ষাকাল (বছর হিসেবে)	খানায় ১৬ এবং তদুর্ধ বয়সের সকল সদস্যই যদি আট বছর স্কুল শিক্ষা গ্রহণ না করে থাকে তাহলে বঞ্চিত।
	স্কুলে পড়াশোনার বছর	খানার ৬ থেকে ১৭ বছর বয়স্ক যে কোন সদস্য যদি স্কুল হতে ঝরে পড়ে বা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে তাহলে বঞ্চিত।
জীবনমান	রান্না জ্বালানী	খানার রান্না জ্বালানী হিসেবে বায়োগ্যাস, এলপিজি, বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস (Clean Fuel) ব্যবহার না করে থাকলে বঞ্চিত।
	স্যানিটেশন	খানায় পয়ঃনিষ্কাশন অনুন্নত হলে বঞ্চিত (টয়লেট শেয়ার করা, সেপটিক ট্যাংক বা পাইপ বিহীন, নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্বলিত টয়টেলসহ হাত ধোয়ার সুবিধা (সাবান ও পানি) না থাকা ।
	নিরাপদ পানীয় জল	খানার উন্নত পানীয় জলের (পাইপ, পাবলিক ট্যাপ, টিউবওয়েল নিরাপদ কূপ, ঝরণা) অ্যাকসেস না থাকলে বঞ্চিত।
	বিদ্যুৎ	খানার বিদ্যুত না থাকলে বঞ্চিত।

	হাউজিং	গৃহের ছাদ, দেয়াল ও মেঝে এই তিনটি আবাসন উপকরণগুলির যে কোন একটি অনুন্নত হলে বঞ্চিত।
	সম্পদ	খানার নিম্নোক্ত সম্পদগুলির যে কোন দুইটির অধিক মালিকানা না থাকলে বঞ্চিত। সম্পদঃ টিভি, মোবাইল ফোন, গরু, মহিষ বা ঘোড়ার গাড়ি, বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল, ফ্রিজ, কম্পিউটার, গাড়ী ও প্রধান গবাদি পশু।

৫. প্রায়োগিক গবেষণার মূল ধারণা

দারিদ্র্য শূণ্য মডেল গ্রাম বলতে সংশ্লিষ্ট গ্রামের এমপিআই দরিদ্র খানাগুলিকে এমপিআই অ-দরিদ্র খানায় রূপান্তরিত করাকে বোঝায়। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক স্কোর গণনার মাধ্যমে এমপিআই দরিদ্র্য ও অ-দরিদ্র্য খানাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। এমপিআই স্কোর ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে অবস্থান করে এবং কোন খানার স্কোর ৩৩ বা এর কম হলে এমপিআই অ-দরিদ্র্য এবং ৩৩ এর বেশি হলে এমপিআই দরিদ্র্য বলে গণ্য হবে। খানার স্কোর ১০০ এর যত নিকটবর্তী হবে, সেই খানার দারিদ্র্যের আধিক্য ততবেশি হবে। প্রায়োগিক গবেষণার মূল ধারণাটি নিম্নোক্ত ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

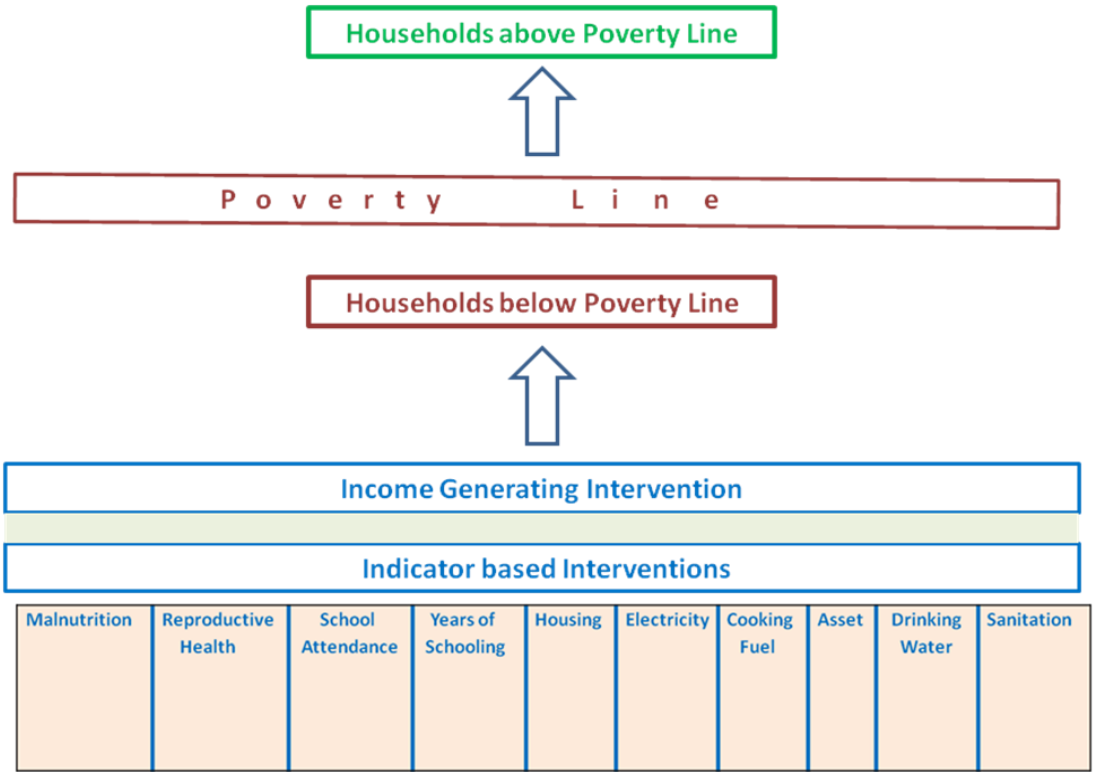

ডায়াগ্রাম হতে দেখা যায় যে, বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক স্কোর ব্যবহার করে দারিদ্র্য রেখার নীচে অবস্থানকারী খানাগুলিকে সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অপর সুবিধাভোগী খানাগুলির জন্য দুই ধরনের ইন্টারভেনসন প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রথমত প্রতিটি খানা যে সকল নির্দেশকের বিপরীতে দরিদ্র্য সে সকল নির্দেশক ভিত্তিক ইন্টারভেনসন প্রদান যাতে করে নির্দেশকভিত্তিক দারিদ্র্য হতে খানাগুলিকে দারিদ্র্যমুক্ত করা যায়। দ্বিতীয়ত প্রতিটি খানাকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত ইন্টারভেনসন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এভাবে দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক উভয় প্রকার দারিদ্র্য সূচক ব্যবহার করে সুবিধাভোগী খানাগুলিকে দারিদ্র্য মুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হবে। এ দুই ধরনের ইন্টারভেনসনের মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র্য খানাগুলিকে দারিদ্র্যমুক্ত করা তথা দারিদ্র্য রেখার উপরে খানাগুলির টেকসই অবস্থান নিশ্চিত করা।

৬. প্রায়োগিক গবেষণার উদ্দেশ্য

দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো একটি গ্রামের বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকে দারিদ্র্য

খানাগুলিকে অ-দারিদ্র্য খানায় রূপান্তরিত করা তথা দারিদ্র্য সীমার উপরে খানাগুলির টেকসই অবস্থান নিশ্চিত করা। সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণার উদ্দেশ্য

১. দারিদ্র্য খানাগুলিকে ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের ১০টি নির্দেশকের বিপরীতে বিদ্যমান বঞ্চনা তথা দারিদ্র্যের অবস্থা থেকে দারিদ্র্যমুক্ত করা।
২. আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য খানাগুলির আয় বৃদ্ধি করা ।
৩. দারিদ্র্য বিমোচনে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের প্রায়োগিক সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা।
৪. প্রায়োগিক গবেষণায় বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি মডেল উদ্ভাবন করা।

৭. প্রায়োগিক গবেষণার জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল নির্ধারণ

ব্যাপক ভিত্তিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্টভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় ও কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দুই ধরনের কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে যথাঃ

(i) **বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের নির্দেশকভিত্তিক কৌশলঃ** দারিদ্র্য সূচকের প্রতিটি নির্দেশকের বিপরীতে বঞ্চনার কারণগুলি চিহ্নিত করে উপযুক্ত সমাধানমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ যাতে করে খানাগুলিকে বঞ্চনা তথা দারিদ্র্যমুক্ত করা যায়।

প্রায়োগিক গবেষণার জন্য বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের নির্দেশকভিত্তিক নিম্নোক্ত কৌশলগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে রোধ প্রতিকার ও প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে সুবিধাভোগীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।

২. কুসংস্কার দূরীকরণ, শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি। স্কুল হতে ঝরে যাওয়া রোধকল্পে খানাভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। আর্থিকভাবে অসক্ষম খানাগুলিকে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৩. রান্নার জন্য সিএনজি ও এলপিজি গ্যাস ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস, উৎপাদনের মাধ্যমে রান্নার কাজে বায়োগ্যাস ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ। যে সকল খানা আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে ক্লিন ফুয়েল ব্যবহার করতে পারছে না সে সকল খানার জন্য প্রাথমিকভাবে উন্নত চুলা ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানী দূষণ হ্রাস করা ।

৪. খাবার পানি অনিরাপদ হলে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটিভিত্তিক পাইপ ওয়াটার সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ অথবা সমস্যার ধরন অনুযায়ী অন্যান্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমন আর্সেনিক মিটিগেশন প্লান্ট স্থাপন।

৫. বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকলে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে সৌরশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. প্রতিটি খানার জন্য সরকারি, বেসরকারি সেবার আওতায় স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭. অপুষ্টি দূরীকরণের পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সচেনতা বৃদ্ধি। পাশাপাশি গৃহীত আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিগুলি সুবিধাভোগী খানার পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার ক্রয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে।

ii) **আয় বা উপার্জনবৃদ্ধিমূলক কৌশলঃ** দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক মাত্রা হলো আয় বা উপার্জন। অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক মাত্রা গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অ-অর্থনৈতিক অবস্থার ফলাফল হিসেবে একজন দারিদ্র্য ব্যক্তি ভালো উপার্জনের সক্ষমতা অর্জন করে। আবার আয় বৃদ্ধি পেলে জীবনযাত্রার মান (অ-অর্থনৈতিক নির্দেশক যেমনঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) বৃদ্ধি পায়। এ কারণে এই প্রায়োগিক গবেষণায় অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক উভয় মাত্রাকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দারিদ্র্য খানাগুলিকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রয়োজনীয় কৌশল ও পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে হবে। সম্ভাব্যতা বিচারপূর্বক সুবিধাভোগী দারিদ্র্য খানাগুলির আয় বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. কমিউনিটি ভিত্তিক গরু, মুরগী ও মৎস্য চাষ প্রবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. চাহিদা ভিত্তিকবিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান যাতে করে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

৩. ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত, শুরু ও সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরী করা।

৪. সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও ঋণ সহায়তা প্রদান।

৫. সুবিধাভোগীদের জন্য স্বাস্থ্য ও জীবন বীমার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৬. প্রধান পেশার পাশাপাশি অপ্রধান পেশায় আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো।

৭. প্রকল্প এলাকায় ধনী ব্যক্তিদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করা যাতে করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উৎপাদন ও ব্যবসা কর্মকান্ডে দারিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে।

৮. প্রকল্প এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদকে (জমি, পুকুর ইত্যাদি) অধিকতর উৎপাদনশীল করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯. বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান।

১০. গবেষণা কর্মকান্ড সম্পাদনে প্রকল্প এলাকায় লোকবলের প্রয়োজন হলে সুবিধাভোগীদের কর্মে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা

১১. সুবিধাভোগীদের জন্য বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ ও ব্যাংকিং সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে লিঁয়াজো প্রতিষ্ঠা করা।

১২. পতিত জমিতে বনজ ও ফলদ বনায়ন সৃষ্টি।

১৩. নানা ধরনের বিপদাপদ যেমন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির দরুণ ফসলের ক্ষতি, ব্যবসা ক্ষতি, রোগ-শোক, বিবাহ, উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু ইত্যাদি কারণজনিত অস্বাভাবকি ব্যয় বা আয় হ্রাসের কারণে দরিদ্র পরিবারগুলি সহসাই দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যায় অথবা দারিদ্র্য থেকে অতি দারিদ্র্য হয়ে পড়ে। দারিদ্র্য সীমার উপরে দারিদ্র্য খানাগুলি টেকসই অবস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ সকল বিপদাপদ পর্যবেক্ষণপূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম কিভাবে ব্যতিক্রম

১. দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম কর্মসূচির নকশা প্রণয়নে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচককের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করার দরুণ দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক মাত্রা এবং নির্দেশকগুলি কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবে ইতোপূর্বে গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিগুলির অসম্পূর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক ও বিস্তৃত ধারণা প্রয়োগ করে দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

২. বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক এর ভিত্তিতে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের একটি অন্যতম সুবিধা হলো এ সূচকটি একই সাথে এসডিজি—১, ২, ৩, ৪ ,৬, ৭ ও ১১ লক্ষ্য সমূহকে প্রতিফলিত করে।

৩. কর্মসূচির নকশা প্রণয়নে অ-অর্থনৈতিক মাত্রা ও নির্দেশকগুলির আলোকে দারিদ্র্য বিশ্লেষণ করা হলেও অর্থনৈতিক মাত্রাকে (আয়) সমানভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৪. দারিদ্র্য বিশ্লেষণে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক আন্তর্জাতিকভাবে একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির প্রয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা সম্ভব হবে।

৫. বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের নির্দেশকগুলি দিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সুসংহত গাণিতিক পদ্ধতিতে দারিদ্র্য বিমোচনের অবস্থা বা অগ্রগতি (দারিদ্র্য সীমার স্তর থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নতির অবস্থাকে) পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হবে।

৬. খানাকে বিশ্লেষণের একক হিসেবে বিবেচনা করে বিধায় খানায় সকল সদস্যদের দারিদ্র্যের সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়।

৭. বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের নির্দেশকগুলির বিপরীতে বঞ্চনা স্কোর দিয়ে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। ফলে বিশেষ পেশা, গোষ্ঠী বা এলাকা ভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচনের বিধান অনুসৃত হলে অনেক দারিদ্র্য পরিবারের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বহুমাত্রিক দারিদ্র্যসূচক ব্যবহৃত হলে এই সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

৯. প্রায়োগিক গবেষণার কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan)

প্রায়োগিক গবেষণার কর্ম পরিকল্পনার ফ্লো চার্ট নিম্নে ডায়াগ্রামে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফ্লোর চার্টে ৯টি প্রধান কর্মকান্ডের পর্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন ও মডেল উদ্ভাবন পর্যায় দুইটি ব্যতীত অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকান্ড

সম্পাদিত হয়েছে। নিম্নে কর্মকান্ডের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আলোচনা করা হলোঃ

কর্ম পরিকল্পনার ফ্লো চার্ট

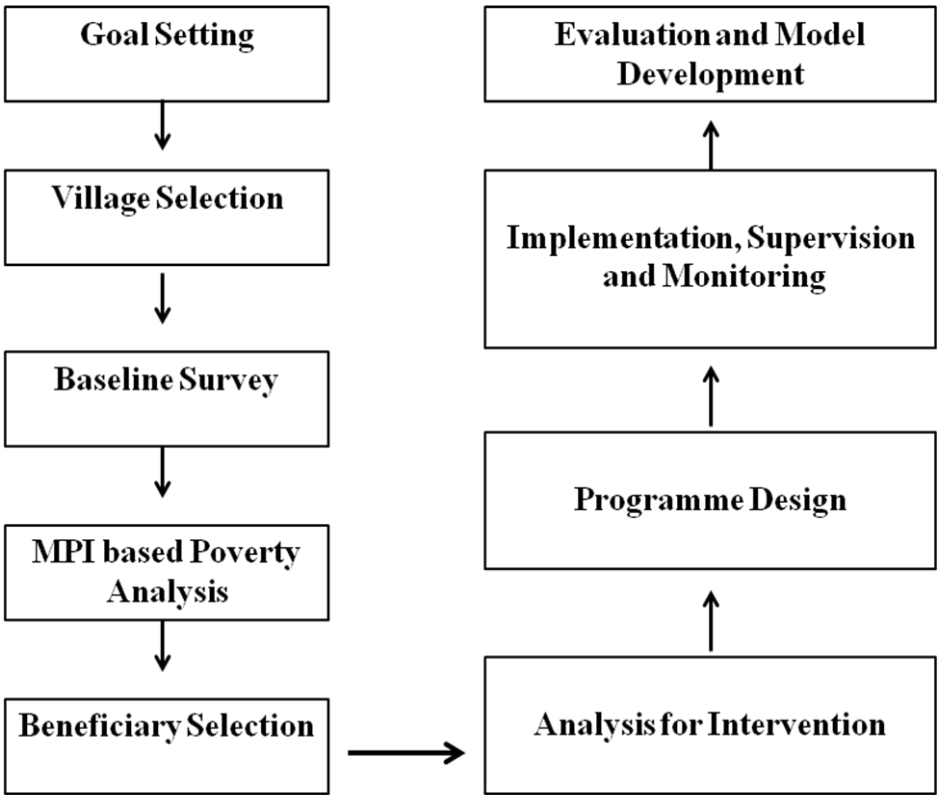

লক্ষ্য নির্ধারণ

প্রায়োগিক গবেষণার মূল লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট গ্রামের এমপিআই দারিদ্র্য খানাগুলিকে এমপিআই অ-দারিদ্র্য খানায় রূপান্তরিত করা। অন্যভাবে বলা যায়, বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে নিমজ্জিত (এমপিআই স্কোর ৩৩ হতে ১০০ এর মধ্যে) খানাগুলির ৩টি মাত্রার ৯ টি নির্দেশকের বিপরীতে গড় দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো।

গ্রাম নির্বাচন

দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের জন্য প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত ৩টি গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে।

- চরপলিশা গ্রাম, উপজেলা- মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর।
- কালশিমাটিগ্রাম, উপজেলা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া এবং
- রথিয়া গ্রাম, উপজেলা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর।

বেজলাইন সমীক্ষা

প্রায়োগিক গবেষণা সম্পাদনের ৩টি গ্রামে বেজ লাইন সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। বেশ কিছু তথ্য ঘাটতি, উত্তরদাতার অনুপস্থিতি এবং নিরুত্তরজনিত সমস্যার কারণে ২য় দফায় প্রয়োজন অনুসারে সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে। সমীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি অনলাইনভিত্তিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক বিশ্লেষণ

প্রায়োগিক গবেষণার জন্য নির্বাচিত ৩টি গ্রামে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) গণনা কার্য সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইনভিত্তিক সমীক্ষা সম্পন্ন শেষে চূড়ান্তভাবে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হবে।

সুবিধাভোগী খানা নির্বাচন

এমপিআই স্কোর এর ভিত্তিতে ৩টি গ্রামে সুবিধাভোগী খানা নির্বাচন করা হবে। যে সকল খানার এমপিআই স্কোর ৩৩ হতে ১০০ এর মধ্যে সে সকল খানা এমপি আই দারিদ্র্য বলে গণ্য এবং সকল এমপিআই দারিদ্র্যখানা সুবিধাভোগী খানা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। অন্যদিকে, ৩৩ এর নীচে স্কোর রয়েছে এমন সব খানাগুলিকে এমপিআই অ-দারিদ্র্য হিসেবে গণণা করা হয়েছে।

ইন্টারভেনসনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই

বেজলাইন উপাত্তের ভিত্তিতে ইন্টারভেনসনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা স্টাডিতে নির্বাচিত গ্রামের কতজন এমপিআই দারিদ্র্য ও এমপিআই অ-দারিদ্র্য, কোন নির্দেশকে কতটি খানা দারিদ্র্য, কোন কোন নির্দেশকগুলির বিপরীতে দারিদ্র্য বিমোচনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা জানার জন্য "Sensitivity Analysis" করা হয়েছে। এছাড়া ঐ গ্রামের নির্বাচিত সুবিধাভোগী খানাগুলির বিস্তারিতভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক নির্দেশকগুলির মধ্যে পেশা, বয়স, খানার সদস্য সংখ্যা, লিঙ্গ, আয়, ব্যয়, বসতভিটা, চাষযোগ্য জমি ও গবাদি পশুর মালিকানা ইত্যাদি অন্যতম।

সুবিধাভোগী খানাগুলিকে আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার উপায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ, চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে উদ্যোক্তা উন্নয়নের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শর্তযুক্ত সম্পদ হস্তান্তর, বিনামূল্যে গাছের চারা, মাছের পোনা বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের প্রভাবও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল নির্ধারণ

ব্যাপক ভিত্তিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্টভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় ও কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। বিশেষ করে বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচকের প্রতিটি নির্দেশকের বিপরীতে বঞ্চনার কারণগুলি চিহ্নিত করে উপর্যুক্ত সমাধান মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রয়োজনীয় কৌশল ও পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে খানাগুলিকে বঞ্চনা তথা দারিদ্র্যমুক্ত করা যায়।

কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন

বেজলাইন উপাত্ত বিশ্লেষণের আলোকে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ইনপুট, আউটপুট, আউটকাম, সময়সূচি ইত্যাদির নিরিখে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

বাস্তবায়ন, তদারকি ও পরিবীক্ষণ

প্রণীত কর্মসূচি অনুযায়ী সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করতে হবে। বাস্তবায়নকালে বিচ্যুতি (যদি ঘটে) পরিবীক্ষণ ও প্রতিবিধানের মাধ্যমে সুচারুরূপে বাস্তবায়নকার্য সম্পন্ন করতে হবে। পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন কার্যসম্পন্নের জন্য একটি অনলাইনভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায়োগিক গবেষণার প্রতিটি পর্যায় মূল্যায়ন করতে হবে।

মূল্যায়ন ও মডেল উদ্ভাবন

প্রায়োগিক গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ের বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি কার্যকর মডেল উদ্ভাবনের প্রয়াস নেয়া হবে।

উক্ত দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফল জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণের নিমিত্ত আরো গবেষণা অব্যাহত রাখাতে দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন/গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

অর্থবিভাগ (২০২১), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (২০১৮), একটি বাড়ি একটি খামার বার্তা, সংখ্যা ৪, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (২০২০), "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ১০টি বিশেষ উদ্যোগ", বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

রহমান, মো: আনিসুর (১৯৯৭), "দারিদ্র্য গণনা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারসহ প্রবৃদ্ধি", রুশিদান ইসলাম রহমান (সম্পাদিত), দারিদ্র্য ও উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, বিআইডিএস, ঢাকা।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (২০২০), বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২০, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Ali, Z., Ahmed, B., Maitrot, M., Devine, J., & Wood, G. (2021). *Extreme Poverty: The Challenges of Inclusion in Bangladesh.* (Report for the 8th Five Year Plan in Bangladesh). Turtle.

General Economics Division. (2020) *8th Five Year Plan*, Bangladesh Planning Commision. Dhaka. Bangladesh.

Human Development Report (2020). *Technical Note 5*, Multidimensional Poverty Index

Oxford Poverty and Human Development Initiative & University of Oxford. (2020) *Reduction in Multidimensional Poverty in Bangladesh: An Analysis of Trends between 2012/13 and 2019.*

World Bank (2021) *Poverty Data. Retrieved from* https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/topics/21164-poverty-data